আজকের কাগজ

তারিখ ... 10 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

09

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনী ফলাফলের তাৎপর্য

ছামাত শিবির উপদ্রুত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন, সিন্ডিকেট, ফাইনান্স কমিটি ও একাডেমিক কাউন্সিলের নির্বাচনে ১৩টি পদের সব কয়টিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রার্থীরা নিরংকুশ বিজয় অর্জন করে পুনরায় প্রমাণ দিলেন যে মুক্তির সংগ্রামে চট্টগ্রাম পথিকৃত। ১৮৫৭ সালে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে চট্টগ্রামেই প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল, ১৯৩০ সালে মাষ্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামেই প্রথম ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল, ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ অপরাহ্ন দেড়টায় চট্টগ্রাম বেতার থেকে প্রথম আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, চট্টগ্রামেই প্রথম ক্যাপটেন রফিকের নেতৃত্বে ইপিআর বাহিনী পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল অধ্যাপক ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে মুজিবনগর পৌছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বিশেষতঃ পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর ক্রমে ক্রমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একাত্তরের ঘাতক দালালদের দখলে চলে যায়, যার জন্যে বহুলাংশে দায়ী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চৈনিক এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কতিপয় বামপন্থী শিক্ষকের হঠকারিতা। যারা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার এবং তরক্কির জন্যে একের পর এক সামরিক স্বৈরাচার এবং পরে তাদের দোসর জামাত শিবিরের কাছে আত্মসমর্পণ ও তাদের দালালী করেছে। ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ঐ বাম ও দক্ষিণপন্থী জোটের শিক্ষকদের আর ছাত্র ফ্রন্ট জামাত শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারদের দখলে। সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রতিক্রিয়ার ঐ দূর্গে এই প্রথম ফাটল দেখা দিল। অন্ধকারে আলোর শিখা জ্বলে উঠল।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতি বিদ্যমান, এককালে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের পীঠস্থান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রফ্রন্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সশস্ত্র জামাত শিবিরের ক্যাডারদের দখলে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সরাসরি জামাতপন্থী শিক্ষকদের কর্তৃত্বাধীন বললে কি অত্যুক্তি করা হবে? রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব যে জামাত বা জামাত- চৈনিক- বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আলখেল্লাধারীদের জোব্বার মধ্যে ঢুকে গেছে তার কারণ ঐ শক্তির প্রতি বিএনপি সরকারের বিশেষতঃ বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষপাতিত্ব, যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্তিতে নগ্নভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল। কি লজ্জার কথা যে স্বাধীন বাংলাদেশের তথাকথিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর নাম একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় ওঠে? উনুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও খুব আলাদা নয়।

সবচাইতে বিভ্রান্তিকর অবস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কারণ এখানে প্রগতির মুখোশধারীদের নেতৃত্বে স্বাধীনতার পর থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমূহের যোগসাজসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একাত্তরের ঘাতক দালালদের আখড়ায় পরিণত হতে দেয়া হয়েছে। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাসীনরা চিহ্নিত, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতাসীনরা ছদ্মবেশধারী কখনো শ্রেণী সংগ্রামের, কখনো মুক্তি যোদ্ধার মুখোশধারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর বহুরূপী শিক্ষক নেতার সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী অবিষ্যকারিতার কাহিনী এতই ন্যাক্কারজনক যে তার আলোচনাও রুচি বিগর্হিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক যে উচ্চ পদের জন্যে যে কোন শক্তির সঙ্গে যে কোন সময় হাত মেলাতে বা যে কোন কর্তৃত্বের সেবাদাস হতে পারেন তা সম্প্রতি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা প্যানেলের সদস্যদের মধ্যে বিতরিত একটি প্রশ্নমালা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রয়োজনে যেটি নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী শিক্ষকদের নিরংকুশ জয়লাভকে আমরা অভিনন্দন জানাই, আমরা বিশ্বাস করি যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের ফলাফল বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের অনুগামী শিক্ষকদের বিজয় নয় বরং দল মত নির্বিশেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, বাঙালী জাতিসত্তা, অসাম্প্রদায়িকতা ও বাঙালী সংস্কৃতি বিশেষতঃ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনার বিজয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব পড়বে আমরা এই কামনাই করি। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল আবার সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিজয়াভিযান শুরু হোক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রথম একাত্তরের ঘাতক দালাল ও বাংলাদেশের দুই দশকের সামরিক স্বৈরাচার ও তার উত্তরসূরীর সেবাদাস মুক্ত হোক।